তারিখ 25 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

যায়যায়দিন

আগামীকাল মেডিকাল ভর্তি পরীক্ষা

এক আসনের প্রার্থী ১৩

যাযাদি রিপোর্ট

দেশের ২৪ হাজার ৩৬১ পরীক্ষার্থী কাল বসছে মেডিকাল ভর্তি পরীক্ষার জন্য। ১৪টি সরকারি মেডিকাল কলেজে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে এ পরীক্ষা। এমসিকিউ পদ্ধতির এ পরীক্ষার সময়সীমা এক ঘণ্টা। এবার প্রতি আসনের জন্য লড়ছেন ১২/১৩ জন পরীক্ষার্থী। গত বছর একই সংখ্যক আসনের জন্য পরীক্ষার্থী ছিল ১৯ হাজার। আর প্রতি আসনের জন্য লড়েছিলেন গড়ে নয়জন পরীক্ষার্থী।

প্রতিযোগিতাপূর্ণ এ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য কর্তৃপক্ষ সব ধরনের ব্যবস্থাই করেছে বলে জানা গেছে। তবে এরই মধ্যে অভিযোগ উঠেছে, মেডিকাল কলেজে ভর্তির সুযোগ করিয়ে দেয়ার কথা বলে রাজধানীর বেশ কয়েকটি কোচিং সেন্টার ছাত্রপ্রতি আড়াই লাখ বা তারচেয়ে বেশি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। অনেক কোচিং সেন্টার ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন পাইয়ে দেবে বলে টাকা দাবি করছে অভিযোগ ওঠায় সরকার গতকাল থেকে আগামীকাল পর্যন্ত সব কোচিং সেন্টারগুলোর কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

গত মঙ্গলবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, সুবিধা পৃ ২ » ক ১

এক আসনের প্রার্থী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করা যাচ্ছে না দেখে কোচিং সেন্টারগুলোর মালিকরা আগেভাগেই গা ঢাকা দিয়েছে।

সূত্র জানায়, বিগত বছরে মেডিকাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাস ও নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় সরকার নানা ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষা কেন্দ্রের চারপাশে র‌্যাব ও পুলিশি টহল জোরদার করা হবে। মেডিকাল ভর্তি পরীক্ষার ১৫ দিন আগ থেকেই (ঈদের আগে থেকেই শুরু হয়েছে) গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা মাঠে রয়েছেন বলে জানা গেছে। তারা বিশেষ করে কোচিং সেন্টারগুলোকে নজরদারি করছেন। প্রশ্নপত্র ফাস সংক্রান্ত কোনো তথ্য থাকলে তারা সেটা যাচাই করে দেখবেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়নের পরিচালক প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ সিফায়েত উল্লাহ যায়যায়দিনকে জানান, শুক্রবারের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য পুলিশ, প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত বছরে মেডিকাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাস ও নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় সরকার এ বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে।

প্রফেসর সিফায়েত উল্লাহ বলেন, সম্ভাব্য অপ্রীতিকর অবস্থা মোকাবেলায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে এবারই প্রথম যুক্ত হচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রেটরা। তারা পরীক্ষার হলে ও হলের বাইরে থাকবেন। তিনি জানান, কোচিং সেন্টারগুলোতে যেসব টিঅ্যান্ডটি বা মোবাইল ফোন নাম্বার ব্যবহার করা হতো, এর কোনোটাতেই যোগাযোগ করে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের এতো আয়োজন দেখে কোচিং সেন্টারের মালিকরা আগেভাগেই আত্মগোপনে চলে গেছেন বলে তিনি মনে করেন। তিনি কুচক্রী মহলের অপপ্রচার সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ করেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, খোদ অধিদফতরেও তারা বিভিন্ন ধরনের হুমকি পাচ্ছেন। তাদের ফোনে বলা হচ্ছে, ঢাকার বাইরে প্রশ্ন পাঠানোর সময় কোচিং সেন্টারগুলো প্রশ্ন পেয়ে যাবে। তবে প্রফেসর সিফায়েত উল্লাহ বলেন, এ ধরনের কোনো সুযোগই এবার নেই।

উল্লেখ্য, ১৪টি মেডিকাল কলেজে মোট আসন সংখ্যা ২ হাজার ৬০টি। এর মধ্যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুই হাজার আসন, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সংরক্ষিত ৪০টি ও উপজাতীয়দের জন্য ২০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। এছাড়া সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর জন্য ৫০টি ও অন্যান্য দেশের জন্য ৮০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে।